দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

07

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 1 2 কলাম ...

বিভিন্ন হল সংসদে ছাত্র দলের বিজয়ী প্রার্থীরা গতকাল বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন —ইনকিলাব

সাংবাদিক সম্মেলনে ৩টি হলের ছাত্র দল নেতৃবৃন্দ

পক্ষপাতিত্ব নিরাপত্তা দানে ব্যর্থতা ও গণনায় কারচুপির জন্য ভিসি'র পদত্যাগ দাবী

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের ৩টি হলের নেতৃবৃন্দ ডাকসু নির্বাচনে পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ, ভোট গণনায় কারচুপির আশ্রয় গ্রহণ ও হলের ছাত্রদের নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থতার কারণে ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নানের পদত্যাগ দাবী করেছেন। ভিসি নিরপেক্ষতার প্রশ্নে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছেন— একথা উল্লেখ করে নেতৃবৃন্দ একই সাথে ভিসি বা তার পছন্দ করা কোন কমিটি নয়— বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে সকল ঘটনার তদন্ত এবং জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেছেন।

গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক মুহসীন হল, জহুরুল হক হল ও এস, এম, হলের বিভিন্ন রুম ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে নেতৃবৃন্দ একথা বলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুহসীন হলের ভিপি জনাব এমদাদ খান ও জিএস রফিকুল ইসলাম, জহুরুল হক হলের ভিপি প্রার্থী জনাব আনোয়ারুল ইসলাম চান ও এজিএস প্রার্থী জনাব লুৎফর রহমান এবং এস, এম, হলের ভিপি জনাব মুনির

শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

ভিসির পদত্যাগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হোসেন উপস্থিত ছিলেন। ঘোষণাপত্র পাঠ করেন জনাব এমদাদ খান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, নির্বাচনের পরের দিন মুহসীন হল আক্রান্ত হলে ভিসি'র কাছে নিরাপত্তার জন্য পুলিশ চাওয়া হলেও ভিসি সে দিন পুলিশ না পাঠিয়ে প্রভোস্টসহ হল স্টাফ এবং ছাত্রদেরকে বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনের ঘোষণায় নির্বাচনের পরের দিন ভিসি'র বাড়ীর কাছে মেয়েদের ওপর বর্বরোচিত হামলা, শিক্ষকের ওপর ও হলে হলে ছাত্রদের ওপর গুলী বর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ভিসি কর্তৃক বিশ্ববিদ্যায়ের একজন কর্মচারীর উপর দৈহিক নির্যাতন, ভোট কারচুপি, কতিপয় শিক্ষকের চাকরির প্রতি কর্তৃপক্ষের হুমকি প্রদানের মত যে সব ঘটনার উদ্ভব হয়েছে তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে ৩টি হলের প্রায় ১ লাখ টাকা লুটপাট, ছাত্রদের ৬২টি সার্টিফিকেট পুড়িয়ে দেয়া, ৫১টি রুম তছনছ ও ভাংচুর এবং মূল্যবান জিনিসপত্র লুটপাট ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়।

জহুরুল হক হলের ধ্বংসলীলার কথা বলতে গিয়ে হল প্রভোস্টের নিকট কোন রকম সাড়া পাওয়া যায়নি এবং এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোনরকম বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি, ছাত্র দলের ছেলেদের হলে উঠতে বাধা দেয়া হচ্ছে বলে নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সন্ত্রাস জহুরুল হক হল থেকে করা হয় এবং এই সব তথ্য কর্তৃপক্ষ জানার পরও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। আসলে কর্তৃপক্ষই সন্ত্রাসকে মদদ দিচ্ছে— একথা আজ স্বীকৃত এবং বিশ্বাসযোগ্য। মুহসীন হল আক্রমণে জহুরুল হক হলের রাজা, চুমু, কাউসার, জাকির, মাসুমসহ পরিচিত অনেককে দেখা গেছে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়।

এ্যাম্বুলেন্স পুড়িয়ে দেয়া প্রসঙ্গে নেতৃবৃন্দ বলেন, একজন আহত ছাত্রকে আনার জন্য মুহসীন হলের প্রভোস্ট ভিসি'র মাধ্যমে ঐ এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করেন। ভিসি'র কথাতেও তা প্রমাণ হয়েছে। কিন্তু ছাত্র লীগের সভাপতি দাবী করেছেন যে, একটি কারণে তারা এ্যাম্বুলেন্স পুড়িয়েছেন। এই ঘটনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, ঐই সন্ত্রাসের নেতৃত্ব দিয়েছেন ছাত্র লীগ সভাপতি জনাব সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ। নেতৃবৃন্দ এ্যাম্বুলেন্স পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, দোষীদের শাস্তি ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবী জানান।

সলিমুল্লাহ হলে সন্ত্রাসী ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, সংগ্রাম পরিষদ বিভিন্নভাবে সন্ত্রাস করছে। প্রতিপক্ষের উপর যেমন সংগ্রাম পরিষদ এই আক্রমণ করেছে, তেমনি পরিষদভুক্ত ছাত্র লীগ (মু-না) কর্মীদের রুমও এই হলে তারা তছনছ করেছে। সংগ্রাম পরিষদ সন্ত্রাসের মাধ্যমে তথাকথিত বিজয়কে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে। যে বিজয়ের কথা তারা বলছে তা যুক্তির ক্ষেত্রে কতটা ভঙ্গুর তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এক প্রশ্নের উত্তরে নেতৃবৃন্দ বলেন, ভোট গণনা পদ্ধতি, স্থান, এজেন্ট নিয়োগ প্রসঙ্গে কোন নীতিমালা নির্বাচনের আগে কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে পৌছাননি। ভোট গণনায় কারচুপির প্রতিবাদ গণনার রাত্রেই আমরা করেছিলাম, কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেটা গ্রহণ করেননি।